শ্রী বিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর

# বাদশা

পরিচালনা. অগ্রদূত · সঙ্গীত. হেমন্ত মুখার্জী

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর

# বাদশা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত

সঙ্গীত : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| গীতিকার : | গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার | শিল্পনির্দেশনায় : | সত্যেন রায় চৌধুরী |
| চলচ্চিত্রায়নে : | বিভূতি লাহা | ব্যবস্থাপনায় : | রমেশ সেনগুপ্ত |
| শব্দানুলেখনে : | যতীন দত্ত | রূপসজ্জায় : | বসীর আমেদ |
| চিত্রসম্পাদনায় : | বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় | স্থির-চিত্রগ্রহণে : | এড্‌না লরেঞ্জ |
| তত্ত্বাবধানে : | মঙ্গলময় মুখোপাধ্যায় | শব্দপুনর্যোজনা : | সত্যেন চট্টোপাধ্যায় |

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহযোগিতায় ●

পরিচালনায় : দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিত্রশিল্পে : বৈদ্যনাথ বসাক ● শব্দানুলেখনে : শৈলেন পাল দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ
রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম ● সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ● সঙ্গীতে : সমরেশ রায়
ব্যবস্থাপনায় : অজিত সেনগুপ্ত ও সুবোধ দে ● আলোক নিয়ন্ত্রণে : নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ ঘোষ, হটো জানা, নব রাউত ও ধনেশ্বর

● শ্রেষ্ঠাংশে

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ ও নবাগত মাঃ শঙ্কর

● অন্যান্য চরিত্রে ●

তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, গৌরী, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, এ, জি, আমেদ, তরুণ মিত্র, রথীন ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, দিলীপ ঘোষ, চন্দন রায়, নিরঞ্জন, বিশ্বনাথ, বাসুদেব, তারাপদ, আলোক, ভানু, ভবতোষ, মানু,
সুরুচি সেনগুপ্ত, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা শীল (নর্ত্তকী), লাবণ্য ঘোষ, কমলা মুখোপাধ্যায়, মাঃ ঝুনু, মাঃ শুভাশীষ, মাঃ বাপী, মাঃ সুদীপ, মাঃ বিশ্বরূপ

ল্যাসী (কুকুর), রীং মাষ্টার (বাঁদর) ও মতিয়া (ছাগল)

● নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ●

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, রাণু মুখোপাধ্যায়

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

মোহর লাল দাঁ (দি আর্মারী), ক্রিসেণ্ট সাইকেল ও মটর কোং

●

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে 'রীভস' শব্দ যন্ত্রে বাণীবদ্ধ
শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত

●

প্রযোজনা ও পরিবেশনা

**শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

## কাহিনী

বাদশা! দুর্দ্ধর্ষ খুনে গুণ্ডা! ··· নাম শুনলে লোকে ভয়ে কাঁপে! ··· তার নিত্য-নূতন উপদ্রবে পুলিশ মহল সন্ত্রস্ত। ··· গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে তার মাথার ওপর ···

ঘটনাচক্রে নিজেরই দলের লোক, বিশ্বাসঘাতক রামলাল শেঠকে, খুন করে ফেরার হ'ল বাদশা। কল্‌কাতার এক বস্তীতে, পুরোণ "দোস্ত" রাজার ঘরে গা ঢাকা দিয়ে রইলো ···

খুন ক'রে পালাবার সময় মুখের ডান দিকে মারাত্মক রকম আঘাত লেগেছিলো বাদশার। রাজার ডেরায় আত্মগোপন ক'রে থাকার সময় তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুল্‌লো নিচানগরের ডাক্তার অচিন্ত্য গুপ্ত। ···

শাপে বর হ'ল! ··· মুখের ঐ আঘাত তার মুখের আকৃতি দিল বদলিয়ে ···
হাতের পুঁজি ফুরোতেই বাদশা আবার বেরিয়ে পড়লো—রোজগারের ধান্দায় ···

গঙ্গা-সাগরের মেলা! ··· প্রচণ্ড ঝড়-জলে সাগর-মেলা হ'য়ে গেল বিধ্বস্ত। বহু নৌকা গেল ডুবে ··· কত লোক প্রাণ হারালো ··· নিখোঁজ হ'ল ···

কল্‌কাতার ধনী উকিল, অবনী মিত্র স্ত্রী আর শিশুপুত্র নিয়ে সাগর-মেলায় এসেছিলেন 'মানত পূজা' দিতে। ··· ঝড়ে তাদেরও নৌকা গেল ডুবে। ··· স্বামী-স্ত্রী কোনও রকমে প্রাণে বাঁচলেন বটে, কিন্তু ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ···

ভেঙ্গে-যাওয়া মেলার এক প্রান্তে শিকারের আশায় ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে সেই ছেলেটিকেই দেখতে পেলো বাদশা—গলায় তার লকেট-লাগানো সোনার হার, হাতে সোনার বালা। ··· গহনাগুলো আগেই ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরলো বাদশা, তারপর ভাবলো গলা টিপে শেষ করে দেয় ছেলেটাকে ··· কিন্তু পারলো না ···

নির্মম গুণ্ডার অন্তরে কোথা থেকে নামলো স্নেহের বন্যা··· ছেলেটিকে সস্নেহে বুকে করে কল্‌কাতায় রাজার আস্তানাতেই ফিরে এলো বাদশা! মৃত্যুশয্যায় তখন শুয়ে আছে রাজা। বাদশাকে সে কি যেন বল্‌তে চায়, কিন্তু বল্‌তে পারে না···

সেই রাত্রেই মারা গেল রাজা।

নোতুন জীবন-যাত্রা শুরু হ'ল বাদশার···

পিতারও অধিক স্নেহ দিয়ে মানুষ করতে থাকে সেই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটিকে···তার নাম দিয়েছে বাচ্চু। বাৎসল্যের পুণ্য স্পর্শে দস্যু বাদশা আজ বদলে গেছে। সৎ উপায়ে, নিজের পরিশ্রমে বাচ্চুকে মানুষ করে তুল্‌বে —এই হ'ল এখন বাদশার জীবনের একমাত্র কাম্য।

মৃত বন্ধু রাজার পেশাটাকেই সে নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করলো··· রাস্তায় রাস্তায় বাঁদর, কুকুর আর ছাগল নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো — বাচ্চু হ'ল তার সহকারী। আজ আর বাদশা, বাদশা নয়, বাদশা আজ হ'য়েছে পিয়ারীলাল।

দিন যায়···

কিশোর বাচ্চু এখন বাদশার যোগ্য সহকারী। প্রয়োজন হ'লে সে এখন একলাই খেলা দেখাতে যায়···

একটি সুন্দর সুখের নীড় গ'ড়ে তুলেছে বাদশা—বাচ্চু আর জানোয়ারগুলিকে নীয়ে। ··· শত অভাব হয়তো আছে—তবুও সব মধুময় হ'য়ে ওঠে।···

এই সময় হঠাৎ শনির মত উদয় হয় রতনা। — বাদশা যখন গুণ্ডা ছিল, সেই-সময়কার ওর দলের লোক। বাদশা-র কাছে দাবী করে ওর পাওনা ভাগ···

বাদশা ওকে মার-ধোর ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

আর রতনও প্রতিহিংসা নেবার পথ খুঁজতে থাকে।···

অন্য উপায় না দেখে, বিপদ এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়ে বাদশা অন্য বস্তীতে গিয়ে ওঠে···

কঠিন অসুখে পড়লো বাদশা। ··· তার জীবনী শক্তি ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে আসতে থাকে। ··· বাচচু তার বাপিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রেও বোধ হয় আর শেষ রক্ষা কর্‌তে পারে না—অর্থাভাবে।

হঠাৎ বাচচুর নজর পড়ে বাদশার ঝোলার মধ্যে সযত্নে-লুকিয়ে-রাখা সেই লকেট-লাগানো সোনার হার আর বালা জোড়ার ওপর।

অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজে পায় বাচচু।···

হার নিয়ে ছোটে স্যাকরার দোকানে।

দোকানদার তাকে চোর বলে সন্দেহ করে।

অবোধ বালক, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই, ছুটে পালায়··· ক্ষীপ্ত জনতা তাকে তাড়া ক'রে।

ছুটতে ছুটতে বাচচু একটা মটর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পথে লুটিয়ে পড়ে। সেই গাড়ীর আরোহী ছিলেন অবনী মিত্র।

বাচচুর কোথাও কোনও আঘাত না লাগলেও তিনি সযত্নে বাচচুকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে আসেন।

বাচচুর কাছে হার দেখে মমতা চম্‌কে ওঠে—'এ হার যে আমার মিনটুর।··· তা' হ'লে ... তা' হ'লে সে কি আজও বেঁচে আছে?

আছে!···

কিন্তু সে মিনটুর ওপর কার অধিকার বেশী?

মা?... যিনি অন্তরের স্নেহ, বক্ষের সুধা সিঞ্চণে চারটি বছর মানুষ ক'রেছিলেন — তাঁর?

না, বাদশা গুণ্ডার? যে নিজের অতীতকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ ক'রে নব-জাগ্রত পিতৃত্বের মহিমায় নিজের পুত্রের ও অধিক স্নেহ মমতা দিয়ে সেই মিনটুকে বড় ক'রে তুলেছে, তার···?···?

# সঙ্গীত

( ১ )

ও তুই ঘুমের ঘোরে থাকবি কত আর
চেয়ে দেখ ভোরের আলোয় নেই সে অন্ধকার।
চেয়ে তুই দেখিস যদি তেমন করে
ভগবানের পৃথিবীতে
নয়তো কিছুই মন্দ ওরে,
তোর যে মনেতে ফোটেরে ফুল
কবে বল্ খবর নিবি তার॥
দু চোখে লুটে নেরে এই যে আলো
মুছে যাক এই প্রভাতে
যত তোর পাপের কালো।
আপনারে নে চিনে তুই
খুলে দে প্রাণের বন্ধ দ্বার॥

( ২ )

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
চাই তার লাল ফিতে চিরুনী আর আয়না।
জেদ বড় লাল পেড়ে টিয়া রং সাড়ী চাই
মন ভরা রাগ নিয়ে হ'ল মুখ ভারি তাই
বাটা ভরা পান দেব মান কেন যায় না।
ছোট থেকে কোন দিন
বড় যদি হতে চাও
ভাল করে মন দিয়ে
পড়া শোনা করে যাও।
দুষ্টুমী করে যে কেউ তারে চায় না॥

( ৩ )

এই মজার মজার ভেল্কি দেখো
আজব তাজ্জব সার্কাস দেখো
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )
এমন মওকা মিলবে না আর
দেখে যাও এই বেলা।
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।
এই নাচে বাঁদর কুত্তা নাচে ছাগল নাচে সাথে
আর এক দফে বাবুরা সব তালি মারো হাতে।
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।
ঘুঙুর বাজে ঘাঘরা দোলে বিবির বহুৎ লাজ
( এই বিবির বহুৎ লাজ )
বান্দর বিবি হরেক রকম নাচ দেখাবে আজ
( ও বিবি নাচ দেখাবে আজ )
এই নাচন দেখে বাবুরা সব পয়সা দেবে মেলা
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।।
বান্দর বিবির সাদী হবে ছাগল বুদ্ধুর সাথে
তার পিঠে চড়ে কানে কানে করবে কতই বাত্
বিবির গয়না সাড়ীর বায়না দেখে
বুঝবি সাদীর ঠেলা।
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।
সাদীর কথা শুনে কুত্তা মাথা কয়ে হেঁট
বলে তবে কেমন করে চলবে সবার পেট
মনে রাখিস আমরা সবাই ওস্তাদেরি চেলা
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।।

( ৪ )

শোন্ শোন্ শোন্ মজার কথা ভাই
আমায় বান্দর শুধায় কুত্তা শুধায়
ছাগল শুধায় হায়—
সকলেরই মা আছে রে
আমার কেন নাই ?
সব ছেলেকেই দেখি আমি
মানিক সোনা বলে
আদর করে মা যে এসে
নেয় রে টেনে কোলে।
কী হবে আর দুঃখ করে
(আয়) সেই ব্যথা ভুলে যাই॥
মা না থাকুক তোরাই আছিস
তোরাই আমার সাথী
তোদেয় নিয়েই সুখে দুখে
কাটে দিবস রাতি।
আমি তোদের নিয়েই জীবনটা যে
কাটিয়ে দিতে চাই।

( ৫ )

এই মজার মজার ভেল্কী দে'খো
আজব তাজ্জব সার্কাস দে'খো
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )
এমন মওকা মিলবে না আর
দেখে যাও এই বেলা
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )॥
বিবি গোঁসা কেন,
ও বিবি গোঁসা কেন ?
কেন রে তোর হলো মুখভারি ?
এই ছাগল বরের সাথে কি তোর হয়েছে আড়ি ?
এই বর কনেকে নিয়ে হায়রে
ঝামেলা যে মেলা—
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )।
বল্ কেমন করে
ও বিবি কেমন করে,
খালি হাতে ফিরবো রে আজ বাড়ী ?
আমি হাটের থেকে কিনে দেবো
ডুরে কাটা সাড়ী।
পয়সা যদি না পাস রে
বুঝবি তবে ঠেলা
পিয়ারীলালের খেলা ( দেখে যাও )

আমাদের পরিবেশনায়
পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

সন্ধ্যা রায়
বিশ্বজিৎ
অসিতবরণ
মঞ্জু দে
কমল মিত্র
জহর রায়
তরুণ কুমার
অভিনীত

# অগ্নিবন্যা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
শ্রীজয়দ্রথ
সঙ্গীত
গোপেন মল্লিক
কাহিনী
কানুরঞ্জন ঘোষ

একমাত্র পরিবেশক
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণে: নির্মল রায় ● মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩